মেহেরপুরে বিজয় উল্লাস, দূর্বত্তদের হামলায় ব্যাপক ভাংচুর

মেহেরপুর শহরসহ জেলা জুড়ে চলছে ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ ছেড়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সর্বস্তরের মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন।

বিকাল থেকে খন্ড খন্ড মিছিল শুরু হয় বিভিন্ন এলাকা থেকে। রাস্তায় নেমে এসে উল্লাসে মাতে মানুষ। ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিজয় মিছিল ও উল্লাস করে।

মিছিল শেষ করেই একদল দূবৃত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের দোদুলের বাসভবনসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ঘটায়। দফায় দফায় তারা জেলা শহরের নেতাকর্মীদের বাড়ি ও দোকানে ভাংচুর চালায়।

এসময় জেলা আওয়ামী লীগের অফিস, জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোকনের ব্যক্তিগত অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইয়ারুল ইসলামের অফিস, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর(পিপি) পল্লব ভট্টাচার্যের বাসভবন, এসকন অফিস, মেহেরপুর প্রেস ক্লাব, ভাইভাই ফ্যাশন, লুকস ফ্যাশান, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস ছামাদ বাবলু বিশ্বাস, যুবলীগ নেতা নাহিদের বাড়ি, আরোহী বস্ত্রালয়, রশিদা ইলেকট্রনিকস, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, ঠিকাদার মাহাবুবের বাড়ি, জোসনা বেকারিতে ভাংচুর অগ্নিসংযোগ চালানো হয়।

এদিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগরের এ্যাডভান্সড মেড কেয়ার ক্লিনিক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের বাসভবন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুলের রাজনৈতিক কার্যালয়, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসানের চৌগাছার বাড়িতে, গাংনী পৌরসভার কর্মচারি টিক্কার বনবিভাগ পাড়ার বাড়ি, সাবেক ছাত্রলীগের নেতা শাহাদুজ্জামান শিপুর ব্যক্তিগত অফিস, গাংনী

উপজেলা পরিষদের ভিতরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর মুরাল ভাঙচুর করা হয়েছে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতার বাড়িতে বাড়িতে বিএনপি জামায়াতের লোকজন গিয়ে খোঁজ করছেন। আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ, যুবলীগের নেতা কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে, রাত ৯টার দিকে সেনাবাহিনী টহল শুরু করলে দূবৃত্তরা ভাংচুর বন্ধ করে এলাকা ত্যাগ করে।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল

সারা দেশে বিএনপি ও জামায়াতের সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহরের শামসুদ্দোহা পার্কে এসে আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ জামান, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি

সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে জামাত-বিএনপি’র যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলা এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বেলা বারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ কৃষক লীগ, তাঁতী লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্লোগান দেওয়ার সময় সাব্বির নামে এক শিক্ষার্থী রাস্তাদিয়ে মটরসাইকেরে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগকে

টোকায় লীগ বলে কটুক্তি করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

ঝিনাইদহে শোকাবহ আগস্টে শোক মিছিল সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

শোকাবহ আগস্টে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিন করছে।

মাসব্যাপী এ কর্মসূচিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ- হরিণাকুণ্ডু-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এমপির নেতৃত্বে ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সব ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে ঝিনাইদহ সদর এমপি অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল শোক মিছিল বের হয়।

গতকাল বিকালে এই শোকসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পায়রা চত্বরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহের পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের সভাপতিত্বে শোক সভা সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগ আহবায়ক আশফাক মাহামুদ জন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়াামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেএম রশিদুল আলম, সদর উপজেলার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশেদুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারি তবীবুর রহমান লাবু, সাধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন, পাগলা কানাই ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদসহ অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ ও অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল তার বক্তব্যে বলেন দেশের এ ক্লান্তি লগ্নে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ও স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির সহ সকল অপশক্তিকে রুখে দিতে আওয়ামী লীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানান।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকান্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধূর শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, বিশ্বের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালি জাতির হাজার বছরের আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

সমন্বয়কদের সঙ্গে আমি বসতে চাই : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না।

দেশের চলমান পরিস্থিতি শান্ত করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে বসতে চান বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার (৩ আগস্ট) গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধে প্রজ্ঞাপন জারি

নির্বাহী আদেশে রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

গতকাল বুধবার (৩১ জুলাই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে সচিব জাহাংগীর আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির ও তাদের অন্যান্য অঙ্গ–সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আইনি মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠায় আইন মন্ত্রণালয়।

এর আগে, সচিবালয়ে নিজ দপ্তরের এক ব্রিফিংয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির এবং তাদের অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের যেসব কর্মী ১৯৭১ সালের পর জন্ম নিয়েছেন তাদের গণহারে বিচার করা হবে না।

এ সময় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধের পর একজনকে আদালত ছাড়া অপরাধী হিসেবে শাস্তি দিতে পারে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে আইনের কথা বলছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, সেখানেও আমরা সংশোধনের ব্যবস্থা করেছি। এই নিষিদ্ধ করার পরেও তাকে সাজা দেওয়া যাবে না এমনটি না। তবে নিষিদ্ধ যেহেতু হয়ে গেছে, সেহেতু নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সাজার মধ্যে আসবে না।’

এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়ার পর তাদের সদস্যরা এই দলের অধীনে রাজনীতি করতে পারবে না। তারা যদি

বাংলাদেশের কোনো আইনে অপরাধ করে থাকে, অবশ্যই তাদের বিচার হবে। কিন্তু এটা যদি বলেন, গণহারে জামায়াতের যারা নতুন কর্মী যারা ১৯৭১ সালের পর জন্ম নিয়েছে, তাদের বিচার করা হবে না।

চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুবায়ের আহমেদ সাব্বির।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। সেই শুরু থেকে এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে। আজ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এই আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটেছে বাস্তবায়ন হয়েছে দেশের বড় বড় মেগা প্রজেক্ট। কিন্তু এই উন্নয়ন জামাত বিএনপি চায় না তারা চায় আবারো ক্ষমতায় যেয়ে বিশ্বের মধ্যে দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী আজ। এই দিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য আর্তমানবতায় নিয়োজিত ও সেবাধর্মী রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।প্রতিবছরের মতো

এবারও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের বিস্তারিত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। জনগণই আওয়ামী লীগের মূল শক্তি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভূখণ্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙালির অর্জন এবং বাংলাদেশের সব উন্নয়নের মূলেই রয়েছে আওয়ামী লীগ। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দলের নেতাকর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, ত্যাগ ও দক্ষতায় আওয়ামী লীগ আরও গতিশীল হবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বাঙালি জাতির প্রতিটি মহুৎ, শুভ ও কল্যাণকর অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছ।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শুরুটা এতো সহজ ছিলো প্রচন্ড পরিমাণ চক্রান্ত করা হয়েছিল এই দলটি ভেঙ্গে দিতে আবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি এই দলটিকে।

আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য আজাদুল ইসলাম আজাদ, অনুষ্ঠান উপস্থিত থেকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা খালিদ মন্ডল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় আলোচন সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সামসুদ্দোহা হাসু, আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,আজাদ আলী,হাফিজুর রহমান হাপু,আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ,আলমগীর আজম খোকা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা শাহী,দরুদ,পিরু,নিপুন,খালিদ, সৈকত,সাবান মেম্বার, রানা হামিদ, আসাদ,নোমান,দিপু,বকুল সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে আ.লীগের

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ।

আজ রবিবার (২৩ জুন) বিকালে জেলা পরিষদের হল রুমে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খ ম ইমতিয়াজ হারুন জুয়েলের সভাপতিত্বে এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড মিয়াজান আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড আব্দুস সালাম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম.এ.এস ইমন, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনসহ পৌর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় নেতারা বলেন,বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে জড়িত আছে আওয়ামী লীগের নাম। সকল জাতীয় অর্জনের সঙ্গে জড়িত আছে যে দলটির নাম তার নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এই দলের হাত ধরেই গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ইতিহাসের পরতে পরতে এই দলটির যে অবদান তা অবিস্মরণীয়। যে কারণে শত বাধা-বিপত্তি আর ষড়যন্ত্র মাড়িয়ে বাংলাদেশের সব সফলতার গল্পে অবদান আছে আওয়ামী লীগের।

ঝিনাইদহে সংসদ সদস্য আনার হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ-০৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার প্রতিবাদে এবং জড়িতদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১২ জুন) দুপুরে সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়ন আওয়ামী

লীগের আয়োজনে টিকারী বাজারে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পলিত হয়। ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেয়।

সেসময় ফুরসন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম শিকদার, কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী, পৌরসভার মেয়র আশরাফুল আলমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিমকে গ্রেপ্তার করায় হত্যার প্রকৃত কারণ উৎঘাটিত হতে যাচ্ছে বলে মনে করি। তারা আরও বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের অভিভাবকের কাছে যদি কর্মীরা নিরাপদ না হয় তাহলে তাকে দল থেকে অব্যহতি দেওয়া হোক। সংসদ সদস্য হত্যার নেপথ্যে যারা সরাসরি জড়িত তারা যেইহোক তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানান বক্তারা। এছাড়াও কালীগঞ্জ শহরে এমপি আনার হত্যার প্রতিবাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেণ এবং নিঃসংশ হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে সদর উপ জেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট সর্দার পাড়া এলাকায় সংঘর্ষটি হয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও বিএনপি নেতাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে অনুমতি না নিয়েই কবুরহাট এলাকায় কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিস্থলে আসতে থাকেন। দলটির নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে যায়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্যে করে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের

নেতাকর্মীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলে। এক পর্যায়ে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, কেন্দ্র থেকে বিএনপি নেতাদের একটি দল কুষ্টিয়ায় আসলে তাদের নিয়ে পুলিশের মৌখিক অনুমতিতে শহরের নবীন টাওয়ারে সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পুলিশ আমাদের সমাবেশ বন্ধ করতে বলে। ছোট পরিসরে অন্য কোথাও সমাবেশ করার জন্য বলা হয়। সেই মোতাবেক কবুরহাটে অবস্থিত যুবদল নেতা মজিদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে যায়। সেখানেও পুলিশ গিয়ে নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে। এ সময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে কয়েকটা ইট নিক্ষেপ করে। এরপরেই পুলিশ নেতাকর্মীদের লক্ষ্যে করে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এসময় ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, তারা (বিএনপি) অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। কর্মসূচিস্থলে পুলিশ দেখে বিএনপি নেতাকর্মীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তা আমরা নিয়েছি।